গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়
চট্টগ্রাম।
www.fisheries.chittagong.gov.bd

১৭/১১/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত মৎস্য অধিদপ্তরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ বাস্তবায়নে মৎস্য সেবা বিষয়ক গণশুনানির কার্যবিবরণী

প্রধান অতিথি	: খঃ মাহবুবুল হক, মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা।
বিশেষ অতিথি	: জনাব মোহাঃ আতিয়ার রহমান, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা।
বিশেষ অতিথি	: জনাব শামীম আরা বেগম, পরিচালক (অভ্যন্তরীণ মৎস্য) মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা।
বিশেষ অতিথি	: জনাব মোঃ আবদুস ছাত্তার, উপপরিচালক, চট্টগ্রাম বিভাগ, কুমিল্লা।
সভাপতি	: জনাব ফারহানা লাভলী, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম।
স্থান	: জেলা মৎস্য কর্মকর্তার সম্মেলন কক্ষ, চট্টগ্রাম।
তারিখ	: ১৭/১১/২০২২ খ্রিস্টাব্দ।

উপস্থিতির তালিকাঃ **পরিশিষ্ট-ক দ্রষ্টব্য।**

সভাপতি উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে সভাকাজ শুরু করেন এবং সভার শুরুতে সকলকে পরিচয় দিতে অনুরোধ করেন। এরপর শুদ্ধাচার বিষয়ে একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০১২ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করেছে। এ কৌশলের মূল লক্ষ্য হল শুদ্ধাচার চর্চা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। এরই ধারাবাহিকতায় প্রায় সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ ১ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৬ মেয়াদের জন্য শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর হতে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার পাশাপাশি আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবং মাঠ পর্যায়ের বিভাগীয়/আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করে আসছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রথমবারের মত শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনায় সম্পাদিত কাজের বিপরীতে নম্বর প্রদান ও সে আলোকে প্রাথমিকভাবে মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হয়। জেলা মৎস্য দপ্তর, চট্টগ্রাম এর ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্পরিকল্পনা এর ২টি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে বলে তিনি জানান। ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত থেকে মৎস্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক মোহাঃ আতিয়ার রহমান সভা পরিচালনা করেন এবং মাঠ পর্যায়ের সুফলভোগী এবং উপজেলা কর্মকর্তাদের আলোচনা শুরু করার জন্য অনুরোধ করেন।

২.০ আলোচনাঃ

২.১ জনাব আব্দুল মান্নান, রেণু চাষী, পটিয়া, চট্টগ্রাম বলেন পটিয়াতে মাছ চাষ করতে গিয়ে তিনি বিভিন্ন সমস্যায় পড়ছেন, খাবারের দাম খুব বেশি, দেশীয় প্রজাতির মাছের হ্যাচারি নাই বিধায় পোনা ঠিকমত পাওয়া যায় না। পোনা ময়মনসিংহ হতে আনতে হয়। এতে খরচ বেশি পড়ে। তাই দেশীয় প্রজাতির মাছের হ্যাচারী স্থাপন করা প্রয়োজন। খাদ্যের দাম বেশি হওয়ায় পোনা বিক্রয় করে লাভ কম হয়। এ বিষয়ে অতিরিক্ত মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বলেন দেশীয় প্রজাতির মাছের রেণু উৎপাদনে জোর দিতে হবে। তিনি জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চট্টগ্রামকে এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়ার নির্দেশনা দেন এবং প্রধান মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকাকে ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। প্রধান মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বলেন বৈশ্বিক জ্বালানির দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় মৎস্য খাদ্য উৎপাদনের খরচ বেড়েছে তাই খাদ্যের বিক্রয় মূল্য বেড়েছে। আগামী ২২/১১/২০২২ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে সচিব মহোদয়ের সাথে আসন্ন সভায় কৃষি উৎপাদন উপকরণের দাম যাতে বৃদ্ধি না পায় সে বিষয়ে আলোচনা হবে বলে জানান। তিনি কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ করার এবং শীতকালে মাছকে একদিন পরপর খাবার দেয়ার পরামর্শ দেন।

২.২ জনাব নয়ন দাশ, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম বলেন মিশ্র চাষের জন্য গুণগত মানসম্পন্ন পোনার অভাব। এনএটিপি প্রকল্প হতে তারা একটি পিকআপ ভ্যান পেয়েছেন। তিনি জানান সিনিয়র উপজেলা মৎস্য দপ্তর, পটিয়া, চট্টগ্রাম হতে সঠিক সহযোগিতা পান এবং তিনি নিয়মিত প্রর্দশনী পরিদর্শন করেন এবং পরামর্শ দেন। মাছের খাবারের দাম সহনীয় পর্যায়ে রাখার ব্যবস্থা করার জন্য মৎস্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ জানান। এ বিষয়ে অতিরিক্ত মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা মাছ চাষের জন্য হালদার পোনা সংগ্রহের ওপর গুরুত্ব দেন। এছাড়াও তিনি রায়পুর মৎস্য হ্যাচারি হতে পোনা সংগ্রহের জন্যও বলেন। চাষের জন্য গুণগত মানসম্পন্ন পোনা সরকারি হ্যাচারি হতে পাওয়া যায়। বাজারে প্যাকেটজাত খাদ্য না কিনে নিজেরা খাদ্য তৈরি করে মাছ চাষ করার পরামর্শ দেন।

২.৩ জনাব মোঃ ইলিয়াছ, হালদা ডিম সংগ্রহকারী বলেন তিনি ১৯৭৩ সাল হতে হালদা নদী হতে ডিম সংগ্রহের সঙ্গে জড়িত এবং মাছ চাষের সাথে সম্পৃক্ত। হালদা যেহেতু অভয়াশ্রম হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে তাই হালদার জেলেদের ভিজিএফ চাল দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি বলেন অনেকেই জাল দিয়ে অবৈধভাবে মৎস্য আহরণ করে। তাদের কে শাস্তির আওতায় আনা দরকার। ডিম ফুটানোর জন্য আরো হ্যাচারি স্থাপন করা প্রয়োজন। এনএটিপি আওতায় স্থাপিত প্রদর্শনী পর্যাপ্ত নয়। তিনি এনএটিপি প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করেন।

এ বিষয়ে অতিরিক্ত মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর বলেন এনএটিপি প্রকল্প থেকে স্বল্প সংখ্যক প্রদর্শনী খামার স্থাপনা করা হয়। প্রতিটি প্রকল্পের নির্দিষ্ট একটি মেয়াদ থাকে। প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত "হালদা নদীর প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প" প্রকল্পের আওতায় ৬টি হ্যাচারী স্থাপন করা হয়েছে। এ বিষয়ে উপপরিচালক (অর্থ ও পরিকল্পনা), মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বলেন আসন্ন হালদা প্রকল্পে হ্যাচারির এরিয়া ও ট্যাংকের সংখ্যা বাড়ানো হবে। ফলে ডিম ফুটানো কার্যক্রম ব্যাপকভাবে করা যাবে এবং সে প্রকল্প হতে জেলেদের জন্য বিকল্প কর্মস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। ডিম আহরণকারীদের বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করা হলে হালদার মাছ রক্ষা করা সম্ভব না বলে সভাপতি জানান।

২.৪ জনাব লিটন জলদাশ, সভাপতি, জেলে ফেডারেশন, চট্টগ্রাম বলেন অত্র এলাকায় ৭৫ হাজার জেলে পরিবারের জীবন জীবিকা মাছ ধরার উপর নির্ভরশীল। প্রতি বছর ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত ৬৫ দিন সামুদ্রিক মাছ, নভেম্বর হতে জুন পর্যন্ত ৮মাস জাটকা এবং ২২ দিন মা ইলিশ আহরণ বন্ধ থাকে। তিনি সরকারের এ পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানান। ৬৫ দিন সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময়কে আরো ২০ দিন এগিয়ে নেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। মহানগরসহ অন্যান্য উপকূলীয় উপজেলায় অনেক জেলে ভিজিএফ চাল পায় না তাই সকলকে নিবন্ধনের আওতায় নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি আরো বলেন মাছ ধরার পর সংরক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকার ফলে মাছ নষ্ট হয়ে যায়। জেলে পল্লীতে কয়েকটি বরফকল স্থাপনের জন্য তিনি অনুরোধ করেন। চট্টগ্রাম মহানগরে বসবাসরত জেলেদের বিকল্প কর্মস্থানের আওতায় আনার অনুরোধ করেন। অনেক জেলে দাদন নিতে গিয়ে অনেকেই নিঃস্ব হয়ে গিয়েছে তাই সরকারের পক্ষ হতে ঋণের ব্যবস্থা করার জন্যও অনুরোধ করেন। এ প্রেক্ষিতে অতিরিক্ত মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর বলেন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মৎস্য আহরণ বন্ধ রাখার ফলে সব অঞ্চলের জেলেরা উপকৃত হয়েছেন। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম বিকল্প আয়বর্ধক কাজের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন বলে তিনি অবগত আছেন। তিনি বলেন ভিজিএফ চাল যেন সবাই পায় সে বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হবে।

এ বিষয়ে জনাব শওকত কবির চৌধুরী, সহকারী পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বলেন ২০১৮ সাল থেকে ৬৫ দিন সাগরে মাছ ধরা বন্ধ কার্যক্রম শুরু হয়। এ ৬৫দিন নিবন্ধিত জেলেদের কে ভিজিএফ চাল প্রদান করা হয়। ২২ দিন জাটকা বন্ধকালীন সময়ে অন্য মাছ ধরা বন্ধ থাকে না। ২২দিন শুধু মাত্র ইলিশ আহরণ হতে বিরত থাকা জেলেদের ভিজিএফ দেয়া হয় এবং জাটকা আহরণ বন্ধকালীন সময়ে ৪ মাস ভিজিএফ বিতরণ করা হয়। জনাব মনিষ কুমার মন্ডল, ডিপিডি, সাসটেইনেবল কোষ্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট, ঢাকা বলেন সাসটেইনেবল কোষ্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট থেকে ৭৫০ টা গ্রামে জেলেদের ব্যবহারের জন্য তহবিল গঠন করা হবে যার মালিক তারা নিজেরাই হবে। সেখান থেকে তাদেরকে ঋণ দেয়ার ব্যবস্থা করা হলে দাদন জনিত সমস্যা হতে জেলেরা রক্ষা পাবে বলে জানান। এ বিষয়ে অতিরিক্ত মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বলেন, ব্যাংক হতে ঋণ নেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সহযোগিতা করা যেতে পারে।

২.৫ জনাব নীল রতন দাশ গুপ্ত, প্রোপ্রাইটর হার্মিসান ইন্টারন্যাশনাল, চট্টগ্রাম বলেন মৎস্যচাষ উপকরণ আমদানিতে ডলার সংকট তৈরি হয়েছে তা নিরসনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। তিনি সকল মৎস্যজীবী ভাইদের সাথে সহমত পোষণ করেন। এ বিষয়ে অতিরিক্ত মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বলেন মৎস্যচাষ উপকরণ আমদানির ক্ষেত্রে মৎস্য অধিদপ্তর হতে সকল সহযোগিতা দেয়া হবে।

২.৬ জনাব মাহফুজুর রহমান, মৎস্যচাষি, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম বলেন, আধুনিক মাছ চাষে আমাদের চট্টগ্রাম পিছিয়ে আছে। দেশীয় প্রজাতির পাবদা ও গুলশা চাষ লাভজনক। দেশীয় প্রজাতির পোনা উৎপাদনের জন্য কোন হ্যাচারি নেই। মাছ চাষের সহায়ক যন্ত্রপাতি সহজে পাওয়া যায় না। দেশীয় প্রজাতির মাছ চাষের অভিজ্ঞতা না থাকায় তিনি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। এ বিষয়ে অতিরিক্ত মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বলেন গুণগত মানসম্পন্ন দেশীয় প্রজাতির পোনা, প্রশিক্ষণ এবং উপকরণ প্রাপ্তির বিষয়ে জেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেন। চাষীদেরকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ দিতে বলেন সেই সাথে মৎস্য অধিদপ্তর থেকে মাছ চাষের উপর প্রকাশিত বুকলেট এবং লিফলেট বিতরণ করার জন্য জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চট্টগ্রামকে পরামর্শ দেন।

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম বলেন রাজস্ব খাতের আওতায় প্রতি উপজেলায় ০১টি করে ব্যাচ প্রশিক্ষণের বরাদ্দ এসেছে যার দ্বারা সীমিত সংখ্যক লোককে প্রশিক্ষণ দেয়া যাবে। বাঁশখালী যেহেতু বড় এলাকা তাই ভবিষ্যতে প্রশিক্ষণের বরাদ্দ আসলে আগ্রহী বেশি সংখ্যক চাষীকে প্রশিক্ষণের আওতায় আনা যাবে। এনএটিপিএর আওতায় প্রশিক্ষণ দেয়া হলেও তা পর্যাপ্ত নয়। অতিরিক্ত মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর বলেন, দেশীয় প্রজাতির রেণু উৎপাদনের জন্য সরকারি খামারের লক্ষ্যমাত্রা সংযুক্ত করা এবং সংশ্লিষ্ট চাষীদের কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা/জেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

২.৭ জনাব সমিরন দাশ, উপকূলীয় জলদাশ কল্যাণ ফেডারেশন, দপ্তর সম্পাদক, চট্টগ্রাম বলেন, সামুদ্রিক মাছ আহরণ নিষিদ্ধকালীন ৬৫ দিনের সময় এখানকার কিছু জেলে বাহিরে চলে যায়। আবার নিষিদ্ধকালীন সময় শেষ হলে অন্য জায়গা হতে বাহিরের জেলে চলে আসে। তাই স্থানীয় জেলেদের সাথে প্রতিযোগিতা শুরু হয় ফলে স্থানীয় জেলেরা বেশি মাছ ধরতে পারে না। এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি অনুরোধ জানান। ৬৫ দিন মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময় পিছনের দিকে ২০ দিন কমানোর জন্য বলেন। এ বিষয়ে জনাব শওকত কবির চৌধুরী, সহকারী পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বলেন, সমুদ্র সবার জন্য উন্মুক্ত। উপপরিচালক (প্রশাসন), মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা, বলেন মৎস্য আহরণ বন্ধের পরবর্তী সময়ে অনেক বেশি মাছ ধরা পড়ে। বন্ধকালীন সময়ে বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন। উপপরিচালক, সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, চট্টগ্রাম বলেন সাসটেইনেবল প্রকল্প থেকে চেক পোষ্ট স্থাপনে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ফলে এক অঞ্চল হতে অন্য অঞ্চলে লোক আসার সমস্যা কিছুটা হলেও সমাধান হতে পারে। মৎস্য আহরণ বন্ধের পরবর্তী সময়ে যথেষ্ট সুফল পাওয়া যাচ্ছে। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম, বলেন মাইগ্রেটরি জেলেরা যে নৌকায় করে

মাছ ধরে বেড়ায় তা এই অঞ্চলের না। তারা বরিশাল, বরগুনা, পটুয়াখালি থেকে বড় নৌকা দিয়ে অত্র অঞ্চলে এসে মাছ ধরে নিয়ে যায় ফলে স্থানীয় জেলেরা কম মাছ পায়। অত্র এলাকার স্থানীয় জেলেদের মাছ ধরার ক্ষেত্রে তেমন সক্ষমতা নেই। এ ছাড়া চট্টগ্রাম মহানগরে সাসটেইনেবল কোষ্টাল এন্ড মেরিন প্রজেক্টের আওতাধীন এনজিওর কোন কার্যক্রম না থাকায় বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হচ্ছে না। এ বিষয়ে অতিরিক্ত মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বলেন মাছ ধরার জন্য সাগরে কোন বাঁধা নেই তাই যে কেউ মাছ ধরতে পারে। আর্টিসনাল জেলেগুলো রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আসেনি। ৬৫ দিন মৎস্য আহরণ বন্ধকালীন সময় কমানো/বাড়ানো/আগানো বা পিছানোর কোন সুযোগ নেই। কেননা তা টেকনিক্যাল কমিটির মাধ্যমে যাচাই করে সময় নির্ধারণ করা হয়েছে।

২.৮ জনাব মোঃ কাউসারুজ্জামান, পরিচালক, সোনালী যান্ত্রিক মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি বলেন মাছ আহরণে বিভিন্ন বন্ধের নির্দেশনা গুলো মহানগর এলাকায় শতভাগ কার্যকর করা হয়। এ বিষয়ে তারা জেলেদের সহযোগিতা প্রদান করেন। অন্যান্য এলাকায় যেমন নোয়াখালী, কুতবদিয়াতে কঠোরভাবে মৎস্য আহরণ বন্ধ কার্যক্রম পালন করা হয় না। বন্ধের সময় তারা জেলেদের দাদন দিয়ে থাকেন। কিন্তু সাগরে মৎস্য আহরণ বন্ধের সময় নদীতে অন্য এলাকার জেলেরা মাছ ধরে ফলে অত্র অঞ্চলের জেলেরা বেকার হয়ে পড়ে এবং তারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে। কোন নৌকা সাগরে মৎস্য আহরণকালীন ডুবে গেলে মালিকরা কোন সুবিধা বা অনুদান পায় না। প্রাকৃতিক দূর্যোগে কোন ট্রলার ডুবে গেলে তার ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যবস্থা করা যায় কিনা তা বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করেন। এ বিষয়ে অতিরিক্ত মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বলেন বোট মালিকরা যাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সে ব্যাপারে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের চিন্তা ভাবনা চলছে।

জনাব শওকত কবির, সহকারী পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বলেন, সাসটেইনেবল কোষ্টাল প্রকল্প থেকে মাছ ধরার প্রতিটি নৌকায় জিএসএম ডিভাইস স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। মৎস্য আহরিত প্রতিটি নৌকায় ডিভাইস স্থাপনের মাধ্যমে ভবিষ্যতে কোন দূর্ঘটনা ঘটলে তা সনাক্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। উপপরিচালক, সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম বরিশাল ও খুলনা অঞ্চলেও এ সকল নির্দেশনা দেয়ার অনুরোধ করেন।

২.৯ জনাব মোস্তাক উদ্দিন, হালদা ডিম সংগ্রহকারী, রাউজান, চট্টগ্রাম বলেন হালদায় মা মাছ রক্ষা করার জন্য নিয়মিত অভিযান চালানোর জন্য স্পীড বোট এবং হালদা নদী রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সিসি ক্যামেরা স্থাপন খুবই জরুরী। ডিম ফুটানোর জন্য অতিরিক্ত হ্যাচারি স্থাপন প্রয়োজন। হালদায় অভিযানের জন্য পর্যাপ্ত লজিস্টিক সাপোর্ট না থাকায় প্রতিনিয়ত সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এ বিষয়ে উপপরিচালক (অর্থ ও পরিকল্পনা), মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বলেন হালদা প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে পুকুর খনন, হ্যাচারি উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে ফলে ডিম সংগ্রহকারীরা আরো সুফল পাবে। পরবর্তীতে সংশোধিত ডিপিপিতে বাকি সকল চাহিদা অন্তর্ভুক্ত করা হবে। অতিরিক্ত মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর বলেন, হালদায় রেণু হতে উৎপাদিত পোনা হালদায় মজুদ করা এবং স্থাপনার উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২.১০ জনাব এস এম মোশারেফ হোসেন, মৎস্যচাষি, সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম বলেন বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হলে জেলেরা কোন সহযোগিতা পায় না। মৎস্য চাষে কোন ভর্তূকি দেয়া হয় না। সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্টের আওতায় সন্দ্বীপ অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। এনএনটিপির প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে যে উপকরণ দেয়া হয় তা পর্যাপ্ত নয়। এছাড়ও এ উপজলায় কোন মৎস্য হ্যাচারী নেই। ব্যাংক সমূহ মৎস্য খাতে ঋণ দিতে চায় না। সন্দ্বীপে একটি শুটকি পল্লী স্থাপন করা যায় কিনা সে বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ বিষয়ে অতিরিক্ত মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বলেন, এনএটিপির আওতায় এআইজি-৩ ভবিষ্যতে টাকার পরিমান এবং চাষীর সংখ্যা বাড়ানো হবে। সাসটেইনেবল প্রকল্পের ২য় পর্যায়ে সন্দ্বীপকে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হবে। ব্যাংকের ঋণ প্রাপ্তির জন্য জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চট্টগ্রামকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য বলেন। মাছের পোনার জন্য সন্দ্বীপে হ্যাচারি স্থাপনের বিষয়ে সরকারি হ্যাচারি স্থাপন করার ফিজিবিলিটি বাস্তবসম্মত না হলে শুধু মাত্র স্থাপনা করা হলে তা কাজে লাগবে না। রেডি ফিডের উপর নির্ভরশীল না হয়ে গুনগত মানসম্পন্ন মাছের খাবার নিজেদেরকে তৈরী করার জন্য বলেন। ব্যক্তিগত পর্যায়ে যে কোন শুটকি পল্লী করা যেতে পারে। এ জন্য উদ্যেক্তা তৈরি করা যেতে পারে। এনআরসিপিএর আওতায় শুটকির গুণগত মান পরীক্ষার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। উপপরিচালক, অর্থ ও পরিকল্পনা, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বলেন সন্দ্বীপ উপজেলার মাসিক সভায় সন্দ্বীপ উপজেলায় কৃষি ঋণ কি পরিমাণ দেয়া হয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা করে তথ্য নিতে হবে। মৎস্য খাতে কি পরিমাণ ঋণ দেয়া হবে তা জানাতে হবে। প্রতি বছর খাদ্য নমুনা পরীক্ষা করা হয় তার ফলাফলের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিতে হবে।

২.১১ জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান, মৎস্যজীবী প্রতিনিধি, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম বলেন ভারতের নৌকা এসে সামুদ্রিক মাছ আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময়ে আমাদের এলাকা হতে মাছ ধরে নিয়ে যায় তার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। অনেক নৌকা সাগরে মাছ ধরতে গিয়ে ডুবে যায় তার জন্য কোন সাহায্য পায় না। সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম বলেন ভারত থেকে মাছ ধরতে আসা নৌকার ব্যাপারে কোস্ট গার্ড এবং নৌবাহিনীর সাথে আলোচনা করা হয়েছে এবং তারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে জানান। স্থানীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ জেলেদের সাসটেইনেবল কোষ্টাল প্রকল্প থেকে কোন সহযোগিতার ব্যবস্থা করা যায় কিনা সে বিষয়টি বিবেচনায় রাখার অনুরোধ করেন। জনাব মনিষ কুমার মন্ডল, ডিপিডি, সাসটেইনেবল কোষ্টাল এন্ড মেরিন প্রজেক্ট বলেন, জিএসএম স্থাপনের পর প্রাপ্ত মেসেজের মাধ্যমে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড/নৌবাহিনীকে অবহিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। উপপরিচালক, সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, চট্টগ্রাম বলেন নৌকায় জিএসএম ডিভাইস স্থাপনের মাধ্যমে সনাক্তকরণ সহজতর হবে। অতিরিক্ত মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর অবৈধ মৎস্য আহরণের ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন। বাংলাদেশ সরকারের দায়িত্ব ভারতীয় নৌকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যা বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও কোস্ট গার্ড করে যাচ্ছে। আধুনিক টেকনোলজির মাধ্যমে সাসটেইনেবল কোষ্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রকল্প সহায়তায় ১০ হাজার নৌকায় জিএসএম ডিভাইস সংযোগ স্থাপন করা হচ্ছে। এতে করে পরবর্তীতে যোগাযোগ করতে সহজতর হবে।

৩.২ মাছ চাষের ক্ষেত্রে বাজারে প্যাকেটজাত খাদ্যের পরিবর্তে নিজেদের তৈরিকৃত খাদ্য ব্যবহারে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। মাছ চাষের জন্য রেডি ফিড ব্যবহার করা হলে তা অবশ্যই গুণগত মানসম্পন্ন হতে হবে। মৎস্য খাদ্য প্রস্তুতের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন খাদ্যের উপকরণ সঠিক মাত্রায় হয়। প্রয়োজন হলে মাছ চাষী সংশ্লিষ্ট উপজেলা/জেলা মৎস্য কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করবে;

৩.৩ চট্রগামের হ্যাচারিতে দেশীয় প্রজাতির মাছের রেণু উৎপাদনে জোর দিতে হবে। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

৩.৪ মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময়ে চট্টগ্রামের মহনগরীসহ উপকূলীয় এলাকার সকল জেলেদের নিবন্ধনের আওতায় আনতে হবে এবং তাদের জন্য ভিজিএফ ও বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। এ বিষয়ে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে; এবং

৩.৫ অত্র জেলা ও আওতাধীন উপজেলা পর্যায়ের মৎস্য দপ্তরে মৎস্যজীবী/মৎস্যচাষি/স্টেকহোল্ডার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট যে কোনো বিষয়ে সহযোগিতা চাইলে তা গুরুত্বের সাথে আমলে নিতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।

আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে গণশুনানির সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৭/০৭/2022

(ফারহানা লাভলী)
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা
জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কাযালয়, চট্টগ্রাম
ফোন- ০২৪১৩৮০৬৪৮
ই-মেইলঃ dfochittagong@fisheries.gov.bd